বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তেজনা

উভয়পক্ষের তরফে অভিযোগ দায়ের

খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ বিন্নাবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতে তৃণমূলের বিক্ষোভকে ঘিরে উত্তেজনার ঘটনায় ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সভাপতি করুণাময় চৌধুরি সহ ওই দলের ১৮জনের নামে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ দায়ের করেন বিন্নাগুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাগর মালাকার। এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতেই গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জু ব্যাপারী তৃণমূলের বিন্নাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি সাগর মালাকার ও রানিগঞ্জ অঞ্চল সভাপতি শিবানন্দ পন্ডিত সহ দশজন তৃণমূল নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের অভিযোগ দায়ের করেন। ডিএসপি (রুরাল) প্রবীর মণ্ডল বলেন, ‘উভয়পক্ষের তরফে অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ প্রসঙ্গত, বুধবার দুপুরে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখতে গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে যায়। সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত হিসাব না দেওয়ায় তাঁরা পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ প্রধান আগামী ২৫ জানুয়ারি ওই হিসাব দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ প্রায় চারশো বামফ্রন্ট সমর্থক প্রধানকে মানসিকভাবে হেনস্থার অভিযোগে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ, তাঁরা তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের ওপর ইটবৃষ্টি করে। পরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সিপিএম নিষ্ক্রিয়দের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করল না

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ ২০১১-তে রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর থেকে দলীয় সদস্যসংখ্যা একধাপে অনেকটা কমে গেলেও দলের নিষ্ক্রিয় সদস্যদের সদস্যপদ সিপিএম আর পুনর্নবীকরণ করল না। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা নানা কারণে দলের কাজ করছিলেন না, মূলত তাঁদেরই সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। সিপিএম সূত্রে খবর, সেই সংখ্যাটা প্রায় ১০ শতাংশ হবে। আগামী দিনের নিষ্ক্রিয় সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত পালন করা হবে। জানা গিয়েছে, সিপিএমের এই মুহূর্তে সদস্যসংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো। আগের মতো সদস্যসংখ্যা না থাকলেও নিষ্ক্রিয় সদস্যদের আর কোনোভাবেই সদস্য করা হবে না বলে দলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিকে, ১৪-১৫ তারিখ সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির ২২তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রথম দিন বাঘাযতীন পার্কে প্রকাশ্য সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই সমাবেশে দলের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, শ্যামল চক্রবর্তীরা বক্তব্য রাখবেন। মিত্র সম্মিলনী হলে সম্মেলন হবে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দলের কী ভূমিকা হবে তা নিয়ে এবারের সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বিশেষ করে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার বিষয়টিও তুলে ধরা হবে। অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে জবরদখলের রাজনীতি করছে তার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করা যায়, এই সম্মেলনে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।’ সিপিএম নেতা তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘এই জেলায় সম্মেলনের বড়ো বৈশিষ্ট্য, শিলিগুড়ি এমন একটি জায়গা যেখানে তৃণমূল কোনো নির্বাচনেই জয়লাভ করেনি।’ অশোকবাবু এদিন আরও বলেন, ‘রাজ্যসভার সাংসদদের দেওয়া অর্থ শিলিগুড়ি পুরনিগমকে দেওয়ার ক্ষেত্রে জেলাশাসক যে ভূমিকা নিচ্ছেন তা ঠিক নয়। উনি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর মতো কথা বলছেন। ভারতী ঘোষের কী পরিণতি হয়েছে তা একবার ওনার দেখা উচিত।’ তবে এ বিষয়ে জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্তের বক্তব্য অবশ্য জানা যায়নি।

পিকনিক ফেরত বাস উলটে পড়ুয়া সহ আহত ৩০

করণদিঘি, ১১ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস উলটে প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির বোতলবাড়িতে। আহতদের প্রথমে করণদিঘি হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। করণদিঘি থানার আইসি পরিমল সাহা জানান, রায়গঞ্জ বন্দর এলাকার দুই গৃহশিক্ষক সুনীল সাহা ও সুব্রত দাস তাঁদের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে গরুবাথানে গিয়েছিলেন পিকনিক করতে। সেখান থেকে ফেরার পথে করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে বাসটি উলটে যায়। বাসে থাকা মোট ৭০ জন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রায় সকলেই আহত হন। এদের মধ্যে ৩০ জনকে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আহত পড়ুয়া ও শিক্ষকরা জানিয়েছেন, ঘন কুয়াশার জন্যই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার ধারে উলটে যায়।

ছাত্র-যুব উৎসব ও বিজ্ঞান মেলা শেষের দিন এগোল

ধূপগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ জেলাস্তর ও রাজ্যস্তরের ছাত্র-যুব উৎসব ও ছাত্র-যুব বিজ্ঞান মেলার দিনক্ষণ এগিয়ে আনা হল। বৃহস্পতিবার রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি একটি নির্দেশিকা জারি করে এমনটাই জানিয়েছেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি ব্লক ১৯ ও ২০ জানুয়ারির মধ্যে উৎসব সম্পন্ন করবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি জেলাস্তরে আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে উৎসব সম্পন্ন করা হবে। এদিকে, রাজ্যস্তরেও ছাত্র-যুব উৎসব আগামী ২৮ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে (অনুষ্ঠিত হবে আলিপুরের উত্তীর্ণ অডিটোরিয়ামে) এবং ছাত্র-যুব বিজ্ঞান মেলা ৩০ থেকে ৩১ তারিখের (অনুষ্ঠিত হবে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে) মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। এককথায় চলতি জানুয়ারি মাসের মধ্যেই উৎসব ও মেলা সম্পন্ন করে ফেলতে চাইছে রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তর। জলপাইগুড়ি জেলার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা যুব কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমন বাগদাস বলেন, রাজ্য থেকে দিনক্ষণ নিয়ে একটি নির্দেশিকা এসেছে। ইতিমধ্যেই ব্লকস্তরে জানানো হয়েছে এবং আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলাস্তরের উৎসব ও মেলা সম্পন্ন করে রাজ্যস্তরে রিপোর্ট পাঠানো হবে।

পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৯ জন

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর কাছ থেকে নয়জনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে দশটি চোরাই মোবাইল এবং দুটি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই নয়জনের বাড়ি শিলিগুড়ি শহরেরই বিভিন্ন এলাকায়। তাদের মধ্যে কেউ গ্যারেজে কাজ করে, কেউ আবার পেশায় রংমিস্ত্রি। বেশ কয়েকদিন ধরেই শহরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছিল। কিছুদিন আগেই এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক হিন্দি দৈনিকের সাংবাদিকের মোবাইল ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল। এরপরেই পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরি তদন্তের নির্দেশ দেন। সেইমতই অভিযানে নামে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর সামনে জমায়েত হয়েছিল অভিযুক্তরা। গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। তারপরেই অভিযান চালানো হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বনবস্তিবাসীদের পাশে

রাজগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি ঃ বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় বোদাগঞ্জ এলাকার বনবস্তির বাসিন্দাদের মধ্যে ১২০টি পরিবারকে ডাইনিং সেট (চারটি চেয়ার ও একটি টেবিল), ৪৭টি পরিবারকে এক বান্ডিল করে চালের টিন এবং ১০ জন পড়ুয়াকে বইখাতা কেনার জন্য একহাজার করে টাকা দেওয়া হল। রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের অধীনে রাজগঞ্জ ব্লকে প্রচুর বনভূমি রয়েছে। ওই জঙ্গলে শাল, সেগুন সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী। বনবস্তি ও বন সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দাদের সাহায্য ছাড়া বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। তাই বাসিন্দাদের মধ্যে যাতে এব্যাপারে উৎসাহ বাড়ে, সেজন্যই সাহায্য করা হল। তিনি বলেন, বোদাগঞ্জ বিট এলাকার জঙ্গলকে কেন্দ্র করে সারা বছর বন বিভাগের যে আয় হয়, তারই কিছু লভ্যাংশ বনবস্তি ও বন সংলগ্ন মানুষের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়।

তৃণমূল ছেড়ে আসা নেতাদের সংগঠনের পদে আনার উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির নেতা-কর্মীদের দলীয় সংগঠন মজবুত করার নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগতপ্রসাদ নাড্ডা। বিজেপি সূত্রে খবর, বিভিন্ন ধর্মীয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও নানা জনজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে আসা নেতাদের দলের সংগঠনের পদে আনার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি দুই মাস অন্তর মণ্ডল পর্যায়ের সম্মেলন ও তিন মাস অন্তর জেলাস্তরের সম্মেলন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বিজেপির সমর্থক, যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিতে পারেন বা নাও পারেন, ও যাঁরা বিজেপি বিরোধী- এই তিন ধরনের ভোটারদের চিহ্নিত করতে ভোটার তালিকায় তাঁদের নামের পাশে দাগ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া রানিনগরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের নেতা-কর্মীদের নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভোটার তালিকায় তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করে গেরুয়া, হলুদ ও লাল দাগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যে সমস্ত ভোটার বিজেপির অনুকূলে ভোট দেবেন বলে দলের কর্মীরা মনে করছেন, তালিকায় তাঁদের নামের পাশে গেরুয়া দাগ দিতে হবে। যে সমস্ত ভোটার বিজেপিকে ভোট দিতে পারেন বা নাও পারেন, তাঁদের নামের পাশে হলুদ দাগ দিতে হবে। বিজেপি বিরোধী ভোটারদের নামের পাশে লাল দাগ দিতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের আসনগুলিকে দলের সমর্থনের ভিত্তিতে এ, বি ও সি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে হবে। এ পর্যায়ের অর্থাৎ যেসব আসনে জয় নিশ্চিত, সেখানে প্রচারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বি পর্যায়ের অর্থাৎ যেসব আসনে তীব্র লড়াই হতে পারে, সেখানেও প্রচারে সমগুরুত্ব দিতে হবে। সি পর্যায়ের অর্থাৎ যেখানে জয়ের সম্ভাবনা নেই, সেখানে ভোট বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। বিজেপি নেতাদের আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণ্ডলপিছু ১০ জন এমন কর্মী রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যাঁদের কাছে মোটর সাইকেল আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকে বিজেপির উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর রথীন বোস, যুগ্ম কোঅর্ডিনেটর দীপেন প্রামাণিক, জেলা সভাপতি দেবাশিস চক্রবর্তী ও জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগতপ্রসাদ নাড্ডা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠনের শক্তি দ্রুত বাড়ছে। উত্তরে আটটি লোকসভা আসনে দল অভূতপূর্ব ফল করবে। তিনি শুক্রবার ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ও মালবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীদের নিয়ে ময়নাগুড়ি ধর্মশালায় বৈঠক করবেন। এদিকে, নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার রাতে জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তেঁতুলিয়া করিডর স্থাপনের দাবি জানালেন। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেসের স্টপেজ অবিলম্বে দেওয়ার দাবিও তাঁরা জানান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পুরজিৎ বকসিগুপ্ত বলেন, ভারত-বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিবিড় করার স্বার্থে তেঁতুলিয়া করিডর চালু করা জরুরি। এই করিডর চালু হলে চোপড়া থেকে তিস্তা সড়ক সেতুর ব্যবধান ৮৫ কিলোমিটার হ্রাস পাবে। সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়া জরুরি।

তিন ধরনের ভোটার চিহ্নিত করার নির্দেশ নাড্ডার

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। ছবি ঃ সমীর

মদ, মাতাল, জুয়ারির বিরুদ্ধে অভিযানে ধৃত ৩০

করণদিঘি, ১১ জানুয়ারি ঃ বুধবার রাতে করণদিঘি থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাতাল, জুয়াড়ি ও বিভিন্ন মামলায় মোট ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে করণদিঘি পুলিশ। আইসি পরিমল সাহা জানিয়েছেন, এদের মধ্যে দুজনকে প্রচুর স্পিরিট ও বিলাতি মদ সহ আটক করা হয়েছে। এরা হল দীপঙ্কর ঘোষ ও গোলক সরকার। এদের বিরুদ্ধে ওই সংক্রান্ত একটি মামলা শুরু করেছে পুলিশ। ৬ জন জুয়াড়ি হল এনামুল হক, সুরেশ সিংহ, উপেন সিংহ, ধনেশ্বর সাহা, আনন্দ সিংহ ও জাকির হোসেন। এদের কাছ থেকে ১০,১০০ টাকা বোর্ডমানিও উদ্ধার করা হয়েছে।

সামাজিক নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত

ফাঁসিদেওয়া, ১১ জানুয়ারি ঃ সামাজিক নিরীক্ষা বিষয়ে বিশেষ গ্রামসভা বৃহস্পতিবার লিউসিপাকুড়ির রাঙ্গাপানি প্রাইমারি স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতে সামাজিক নিরীক্ষা রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ৫৫৬ জন উপভোক্তা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ভাতা পাচ্ছেন। বিধবাভাতা পাচ্ছেন ১৬৩ জন, বার্ধক্যভাতা প্রাপকের সংখ্যা ৩০৬। ৫ জন পাচ্ছেন প্রতিবন্ধীভাতা। মোট ৩৩ জন উপভোক্তার ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, ১০০ দিনের কাজের জন্য কীভাবে আবেদন করতে হয়, কী কী কাজ ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে করা সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে এদিন জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক চন্দ্রভূষণ কার্কি বক্তব্য রাখেন। এদিনের বিশেষ গ্রামসভায় জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান পার্বতী সিংহ, সচিব রাজেন্দ্রকুমার ভার্মা, পর্যবেক্ষক মধুসূদন দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রচুর ভোটার এদিন বিশেষ গ্রামসভায় অংশগ্রহণ করেন।

দুই মহিলা গ্রেফতার

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ দোকানে ঢুকে জিনিস কেনার ছলে নগদ টাকা চুরির অভিযোগে বৃহস্পতিবার দুইজন মহিলাকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বুধবার চুরির ঘটনাটি ঘটেছে শহরের বিধান মার্কেট এলাকায়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার চারজন মহিলা বিধান মার্কেটের একটি দোকানে যায়। সেখানে তারা জিনিস কেনার নামে বারোশো টাকা চুরি করে বলে অভিযোগ। এরপরেই ব্যবসায়ীরা তাদের মধ্যে দুজনকে ধরে ফেলে। তাদের ধরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। খবর যায় শিলিগুড়ি থানায়। পুলিশ এসে দুজনকে গ্রেফতার করে। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্যবসায়ীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার বুড়াগঞ্জের ঝিঙ্গাজোত এলাকায় তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতের নাম গীতা মুর্মু (১৮)। এদিন সকালে তাকে শোবার ঘরে ওড়নার ফাঁসে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকেরা খড়িবাড়ি থানায় খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। খড়িবাড়ি পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

কুয়াশা আর শীতে কাঁপছে শিলিগুড়ি

শীতে জবুথবু শিলিগুড়ি। – ছবি ঃ তপন দাস

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ সকাল ৯টাতেও কিছুটা দূরের চেনা মানুষকে অচেনা লাগে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার চাদর সরিয়ে সূর্যের দেখা মিললেও রেহাই নেই ঠান্ডার। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত যত বাড়ে, কাঁপুনিটা বাড়তে থাকে ততই। গরম পোশাকের ভিতরেও শরীরকে নিস্তেজ মনে হয়। তাই হাতে গরম চায়ের কাপ নিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই প্রশ্ন করেন, ‘আর কতদিন থাকবে এমন পরিস্থিতি ? আর তো পারা যাচ্ছে না।’ কিন্তু আবহবিদরা যা পূর্বাভাস দিচ্ছেন, তাতে আগামী তিনদিন পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। কুয়াশা কাটার সম্ভাবনাও কম। কারণ, পশ্চিমি ঝঞ্ঝা দূর হলেও এ সময় স্বাভাবিক নিয়মেই পশ্চিমবঙ্গের একাংশ ঢাকা পড়ে কুয়াশার চাদরে।

কয়দিন ধরেই কাঁপছে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশের সঙ্গে শিলিগুড়ি। কুয়াশা মোড়া সকালে পিঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে স্কুলে ছুটতে হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের। যারা স্কুলবাসের যাত্রী, তারা কিছুটা রেহাই পেলেও, সেই সুযোগ নেই সরকারি স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীদের। কনকনে ঠান্ডায় সমস্যায় পড়েছে প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষক সংগঠনগুলি স্কুল ছুটির দাবি তুলেছে। বৃহস্পতিবার এমন দাবি তুলে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্তের কাছে দাবিপত্র পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের জেলা সভাপতি বিভাস চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘সরকারি প্রাথমিক স্কুলে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ে। যাদের সামান্য গরম পোশাক নেই। ফলে ১০ দিনের ছুটি দেওয়া উচিত।’ পড়ুয়াদের কষ্টের কথা স্বীকার করে নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ডঃ প্রণব ভট্টাচার্য বলেন, ‘ছুটির ব্যাপারে কোনো নির্দেশ আসেনি।’ বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্কুল শুরুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে।

উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপতে হচ্ছে প্রায় সব বয়সিকেই। যার জেরে শহর শিলিগুড়ির ব্যস্ততম রাস্তাগুলি সকালের দিকে ফাঁকাই থাকছে। দুপুর ছাড়া সেই অর্থে যানজট দেখা যাচ্ছে না তেমন। সকালের মতো রাতেও রাস্তাগুলি শুনসান হয়ে যাচ্ছে। শহরের পাড়ার মোড়ে আড্ডাগুলি জমছে না। যেখানে দু-চারজনকে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা আগুনে শরীরকে তপ্ত করায় ব্যস্ত। সর্বত্রই একই আলোচনা, ‘শীত বিদায় নেবে কবে ?’ অন্তত কাঁপুনির থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় দিন গুনছেন প্রত্যেকেই।

মকরসংক্রান্তি না গেলে নিস্তার মিলবে না, বলছেন নানা শীতের সাক্ষী প্রবীণরা। আগামী তিনদিন এমন পরিস্থিতি থাকবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। ফলে কাঁপুনিটা থাকছেই। সঙ্গে সকাল-রাতের কুয়াশা।

কোচবিহারে ফের ডাক কেলেঙ্কারি

গ্রাহকদের কোটি টাকা উধাও

বিক্রম রায় ● কোচবিহার

১১ জানুয়ারি ঃ একশো দিনের কাজের জবকার্ডধারীদের অজান্তেই তুলে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ তুলে জেলার প্রধান ডাকঘরে বিক্ষোভ দেখালেন দিনহাটা-১ ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্থানীয় পোস্ট অফিসে থাকা তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ থেকে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁরা কিছুই জানেন না। সম্প্রতি একটি আরটিআইয়ের মাধ্যমে বিষয়টি জানার পর তাঁরা বড়ো ডাকঘরে অভিযোগ জানাতে এসেছেন। অবশ্য অভিযোগটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলার ডাক বিভাগের সুপার রাজেশকুমার ভার্মা। তবে এদিন তিনি দপ্তরে না থাকায় বিক্ষোভকারীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে পারেননি।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, দিনহাটা-১ বড় আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩০০ জন জবকার্ডধারী শ্রমিক রয়েছেন। তাঁদের জবকার্ড স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। একশো দিনের প্রকল্পের কাজ করার পর ধাপে ধাপে তাঁদের ডাকঘরের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছিল। তবে তাঁদের অজান্তেই সেই প্রকল্পের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। জবকার্ডের শ্রমিকদের না জানিয়ে কী করে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। এইভাবে কয়েক কোটি টাকা লোপাট করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এদিন বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে আব্দুল রহমান মিয়াঁ বলেন, ‘আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক ধাপে ৪৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে রামহরি বিশ্বাসের ৩৮ হাজার, বাচ্চু রায়ের ৪৮ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।’ বিক্ষোভকারীদের অনেকেই বলেন, পোস্ট অফিসে টাকা জমা করতে বা তুলতে গেলে পাসবই জমা দিতে হয়। পোস্ট অফিসের পাসবই আমাদের বাড়িতেই রয়েছে। অথচ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ঘটনায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল মান্নান এবং বড় আটিয়াবাড়ির পোস্টমাস্টার গোকুল মিয়াঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, পোস্টমাস্টারের সহযোগিতা ছাড়া কয়েক কোটি টাকা এভাবে তোলা সম্ভব নয়। তাই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে তাঁরা প্রধান ডাকঘরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

গত বছর কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি ডাকঘরের থেকে দেশের অন্যতম বৃহৎ ডাক কেলেঙ্কারির হদিস পাওয়া গিয়েছিল। ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ডাক বিভাগের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে পোস্টমাস্টার রাহেমুল খোন্দকারকে গ্রেফতার করার পর পুলিশের জালে জেলার ডাক বিভাগের আরও কয়েকজন ধরা পড়েছিল। প্রায় ৫০ কোটি টাকার ওই দুর্নীতির মামলা জেলা পুলিশের পাশাপাশি সিবিআই তদন্ত করছে। বর্তমানে রাহেমুল সহ কয়েকজন আধিকারিক জেল হেপাজতে রয়েছেন।

অবশ্য এদিন বড় আটিয়াবাড়ির পোস্টমাস্টার গোকুল মিয়াঁ বলেন, ‘সমস্ত নিয়ম মেনেই আমি টাকা দিয়েছি। সই বা হাতের আঙুলের ছাপ মেলানোর মতো পরিকাঠামো আমাদের কাছে নেই। পাসবইয়ে কোনো ছবিও থাকে না। কাজেই প্রকৃত গ্রাহক কে তা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।’ বড় আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিযুক্ত উপপ্রধান আব্দুল মান্নান বলেছেন, ‘সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। আমি এব্যাপারে কিছুই জানি না।’ জেলা ডাক বিভাগের সুপার রাজেশকুমার ভার্মা বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। কোনো লিখিত অভিযোগও জমা পড়েনি। তবে কোনো দুর্নীতি ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

হাতি তাড়াতে গিয়ে বিদ্যুতের তারে জখম দুই বনকর্মী

রণজিৎ বিশ্বাস ● রাজগঞ্জ

১১ জানুয়ারি ঃ লোকালয় থেকে হাতি তাড়াতে গিয়ে আহত হলেন বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসের দুইজন বনকর্মী। ফসল রক্ষা করার জন্য গ্রামবাসীদের জমি ঘিরে রাখা বিদ্যুৎবাহী তারে বনকর্মীরা আহত হয়েছেন বলে রেঞ্জ অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে। আহত বনকর্মীদের নাম নরেশ রায় (৫০) এবং সাইমুল হক (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে গজলডোবা এলাকার মিলনপল্লি চরে। এইদিন হাতির হামলায় তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে গজলডোবার ওই চরে হাতির হানায় এই নিয়ে ৭টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এবং একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার বেলাকোবা অফিস থেকে অতিরিক্ত বনকর্মীদের টহলদারি ছাড়াও বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের পক্ষ থেকে মোবাইল পেট্রোলিং পার্টি (এমপিপি) এবং বন্যপ্রাণ বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ টিম নামানো হয়েছে। বনবিভাগের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের উত্তরবঙ্গের অফিসার তথা বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, খাবারের খোঁজে জঙ্গলের হাতি লোকালয়ে চলে আসছে। এই সময় বন সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ভুট্টা, সবজি ও বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। তা খাওয়ার লোভে লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ছে। কয়েকদিন থেকে বেশ কয়েকটি হাতি রাজগঞ্জ ব্লকের বন সংলগ্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। লাগাতার টহল চালানো হলেও ঘন কুয়াশার জন্য সমস্যা হচ্ছে। বুধবার রাতে গজলডোবা এলাকার মিলনপল্লি গ্রামে দুইটি হাতি ঢুকে পড়ে। ওই গ্রামের সুজিত দাস, শ্যাম দাস এবং প্রহ্লাদ সরকারের ঘর ও আসবাবপত্র ভেঙে দেয়। এছাড়া বেশকিছু জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এই ঘটনায় বাসিন্দারা ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসের বনকর্মীরা হাতি দুটি তাড়ানোর সময় জমিতে ঘেরা দেওয়া বিদ্যুৎবাহী তারে আহত হন। তবে ওই সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় বনকর্মীরা প্রাণে বেঁচে যান। রেঞ্জার বলেন, বনবস্তি ও বন সংলগ্ন গ্রামের অনেক পরিবার তাঁদের জমির ফসল হাতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বিদ্যুৎবাহী তার দিয়ে ঘিরে রাখেন। বাসিন্দাদের অনেকবার সতর্ক করা হলেও তাঁরা একই পন্থা অবলম্বন করে চলেছেন। বিষয়টি বিদ্যুৎ দপ্তরে লিখিতভাবে জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। সঞ্জয়বাবু বলেন, জঙ্গলের হাতি কারও কোনো ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। তবে ওই বিদ্যুতের তারে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হলে বিদ্যুৎ দপ্তরের নামে মামলা করা হবে। গজলডোবা এলাকার মিলনপল্লির যে পরিবারগুলির ঘরবাড়ি হাতি ভেঙেছে, তাঁদের খুব শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তাছাড়া হাতি তাড়ানোর জন্য টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

মিলনপল্লি চরে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর। –সংবাদচিত্র

বোরোলি বাঁচাতে মশারি জাল ঠেকানোর ভাবনা

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি ঃ বোরোলি বাঁচাতে মশারি জাল ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশেষ আইনের কথা ভাবা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে দুদিনের বোরোলি উৎসবের সূচনা হয়। উৎসবের সূচনা করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ একথা বলেন। তিনি বলেন, ‘বোরোলি মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এই মাছ সহ নানা মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। মশারি জাল ব্যবহারের জেরেই এমনটা হচ্ছে। ছোটো মাছ তুলে নেওয়ার জেরে সমস্যা হচ্ছে। মশারি জাল ব্যবহার করা হলে ব্যবস্থা নিতে হবে। এবিষয়ে বিশেষ আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৮ জানুয়ারি ক্যাবিনেট বৈঠকে আমি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাব।’ জেলা মৎস্য অধিকর্তা অলকনাথ প্রহরাজ বলেন, ‘মশারি জাল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু এর ব্যবহার আটকাতে নানা কারণে আইন ব্যবহার করা যাচ্ছে না। মৎস্যজীবীদের আরও বেশি করে সাহায্য করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে এই সমস্যা মেটাতে চাইছি।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত মৎস্য অধিকর্তা আর ফোনিং লেপচা বলেন, ‘বর্তমানে এরাজ্যে প্রতি বছর প্রায় ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন মাছের প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি রয়েছে। রাজ্য সরকার ২০২০ সালের মধ্যে এই ঘাটতি মেটাবার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ

ধূপগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ মৎস্যজীবীদের মাছ চাষে আরও আগ্রহী করতে এবার চার দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল জেলা মৎস্য দপ্তর ও ধূপগুড়ি ব্লক প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি ব্লকের মহাত্মা গান্ধি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের হলঘরে এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করা হয়। জানা গিয়েছে, আগামী চারটি কর্মদিবসে প্রশিক্ষণ চালানো হবে। জেলা মৎস্য দপ্তরের কর্তারা বলেন, দপ্তরের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্যে ধূপগুড়ির শিবিরটি অন্যতম। এই শিবিরে এদিন বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৩০ জন মৎস্যজীবী তথা মৎস্য চাষি অংশ নিয়েছিল। পাশাপাশি কৃষকদের নিয়ে প্রগতিশীল মৎস্য চাষির পুকুরে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেবার জন্যে ভ্রমণমূলক প্রশিক্ষণও রাখা হয়েছে।

নদী থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে খড়িবাড়ি থানার আলোকঝারি গ্রামে স্বর্ণমতী নদীতে এক অজ্ঞাতপরিচয় বছর পঞ্চাশের মহিলার মৃতদেহকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। স্থানীয় এক ব্যক্তি এদিন দুপুরে নদীর ধারে গোরু বাঁধতে গিয়ে মৃতদেহটি লক্ষ করেন। পরে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহের সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃত মহিলার পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতেও তদন্ত করা হচ্ছে।

১৯শে সভা

ময়নাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ আগামী ১৯ জানুয়ারি ময়নাগুড়ি রাজারহাটে প্রকাশ্যে জনসভা করতে আসছেন মানস ভুঁইয়া এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই সভাকে সফল করতে ময়নাগুড়ি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব তৃণমূলের সহসভাপতি শিবম রায়বসুনিয়া, ময়নাগুড়ি-২ নম্বর ব্লক যুব সভাপতি তাপস বর্মন সহ অন্যরা। জনসভাকে সফল করবার জন্য ময়নাগুড়ি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের অন্তর্গত আটটি অঞ্চলে মিছিল এবং পথসভা করা হবে। এছাড়াও তৃণমূলের সব শাখা সংগঠন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবে বলে ঠিক হয়েছে।

নতুন পদ

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ নাগরাকাটার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক জোসেফ মুন্ডা ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা থেকে আসা কেন্দ্রীয় নেতা সন্দীপ ছেত্রীকে তৃণমূল কংগ্রেস নতুন পদ দিল। জোসেফ মুন্ডাকে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি এবং সন্দীপ ছেত্রীকে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়েছে। মোর্চা থেকে আসা অপর নেতা নারায়ণ বিশ্বকর্মাকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটিতে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রাক্তন মোর্চা নেতা সন্দীপকে মোর্চা বলয়েই কাজে লাগিয়ে তৃণমূল নিজেদের জমি আরও মজবুত করতে চাইছে।

প্রশিক্ষণ

ধূপগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ ‘সখী সহেলী’ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্লকজুড়ে ৯০০ জন কন্যাশ্রী-সবলা আওতাভুক্ত মেয়েদের প্রশিক্ষণ শুরু করল ধূপগুড়ি ব্লক শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের দপ্তর। বৃহস্পতিবার থেকে ধূপগুড়ি ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। দুদিনব্যাপী ওই শিবিরে মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনযাপন সহ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।